দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকার ঘোষণা

ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ও শাহবাগ অবরোধ

কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল। ছবি: সমকাল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

প্রকাশ: ০৩ জুলাই ২০২৪ | ০১:৩৩ | আপডেট: ০৩ জুলাই ২০২৪ | ০৪:৩৯

সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিল ও এ-সংক্রান্ত ২০১৮ সালের পরিপত্র বহালের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' ব্যানারে তারা এই বিক্ষোভ করেন। এ সময় দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবেন না বলেও ঘোষণা দেন।

রাজধানীতে গতকাল দুপুরে সাড়ে চার কিলোমিটার সড়কে গণপদযাত্রা করে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে পদযাত্রা নিয়ে নীলক্ষেত, নিউমার্কেট, ঢাকা কলেজ, সায়েন্সল্যাব, বাটা সিগন্যাল, কাঁটাবন মোড় হয়ে শাহবাগ মোড়ে আসেন তারা। এ সময় গুরুত্বপূর্ণ এ সড়কের চতুর্দিকে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিকেল পৌনে ৪টা থেকে পৌনে ৫টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রাখেন তারা। এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘কোটা না মেধা, মেধা মেধা’, ‘কোটা প্রথা নিপাত যাক, মেধাবীরা মুক্তি পাক’, ‘ছাত্রসমাজ গড়বে দেশ, মেধাভিত্তিক বাংলাদেশ’ ইত্যাদি স্লোগান দেন এবং প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন। এ সময় অবরোধকারীদের ঘিরে প্রচুর পুলিশকে প্রস্তুত অবস্থায় অবস্থান নিতে দেখা যায়। এক ঘণ্টা অবরোধের পর মিছিল নিয়ে তারা ঢাবি উপাচার্যের বাসভবনের সামনে গিয়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে বন্ধ থাকা গ্রন্থাগার খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে কর্মসূচি শেষ করেন।

UNIBOTS

Advertisement

এদিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা আজ ও কাল দুপুর আড়াইটায় দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন। শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচিতে ঢাবির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী নাহিদ ইসলাম বলেন, আমরা শুধু মুক্তিযোদ্ধা কোটার বিরুদ্ধে বলছি না; আমরা পোষ্য কোটাসহ সব অযৌক্তিক কোটার বিরুদ্ধে বলছি। মনে রাখতে হবে, মুক্তিযোদ্ধা কোটা আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক জিনিস নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোনো গোষ্ঠী বা বংশপরম্পরার জিনিস নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ। দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা সেই আদর্শ ধারণ করি। সেই আদর্শ ধারণ করে মুক্তিযোদ্ধারা যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন; আমরা সে বৈষম্যের বিরুদ্ধেই আবার আন্দোলন শুরু করেছি।

ঢাবির প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্র সারজিস আলম বলেন, বাংলাদেশ গড়তে হলে মেধাবীদের নিয়েই গড়তে হবে।

স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর কোটা প্রথার কোনো প্রয়োজন নেই। কোটা প্রথা পুনর্বহাল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রহসন। ২০১৮ সালের পরিপত্র যতক্ষণ না বহাল হচ্ছে, ততক্ষণ ছাত্রসমাজ রাজপথে থাকবে।

একই দাবিতে বিকেলে বিক্ষোভ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ সময় বিকেল ৪টা থেকে ২০ মিনিট ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন তারা। দাবি মানা না হলে আজ বুধবার বিকেলে ফের দুই ঘণ্টার মহাসড়ক অবরোধের ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও। এ দিন বেলা সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝালচত্বর থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। একটি মিছিল ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ডায়না চত্বরে এসে শেষ হয়। এর পর সেখানে সমাবেশ করেন তারা।

পাল্টা বিক্ষোভ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদের

সাত দফা দাবিতে গতকাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কমান্ড। সকাল ১০টায় শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে সমাবেশ করে সংগঠনটি। এর পর তারা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ঢাবির রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে গিয়ে কর্মসূচি শেষ করে। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে- মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণসহ দেশের সব চাকরির নিয়োগ ও সব পদে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুনর্বহাল করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মকে এ অধিকার দিতে হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের চাকরির অবসরের বয়স ৬১ বছর করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ওপর হামলা, মামলা, নির্যাতন, জমি দখল বন্ধে পাস করতে হবে সুরক্ষা আইন। মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রেণি-মর্যাদা নির্ধারণসহ তাদের সন্তানকে স্বল্প সুদে ঋণ, স্ত্রী-সন্তানদের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসাসেবা দিতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তানের জন্য জাতীয় সংসদে ৫০টি আসন ও জেলা পরিষদসহ সব পরিষদ, গভর্নিং কমিটি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিতে দু'জন করে সদস্য নীতিনির্ধারক ফোরামে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের মৃত্যুর পর ভাতার অংশ তাঁর স্ত্রী অথবা সন্তান বা নাতি-নাতনিদের নামে চালু রাখতে হবে।

সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান সোলায়মান মিয়া, মহাসচিব শফিকুল ইসলাম বাবু, ভাইস চেয়ারম্যান শাহ আলম পাঠান, শামসুদ্দোহা প্রিন্স, এম টিপু সুলতান, জুয়েল মিয়াসহ বিভিন্ন জেলা, মহানগর ও থানা পর্যায়ের নেতা।